যায়যায়দিন

তারিখ ... 27 AUG 2008
পৃষ্ঠা - ৩ ... কলাম ৬

দেশে প্রথমবারের মতো সর্বস্তরের শিক্ষা ও শিক্ষকদের নিয়ে অভিন্ন অবস্থানপত্র তৈরির সিদ্ধান্ত

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও পণ্যে রূপান্তরের প্রবণতার বিপরীতে শিক্ষাকে দারিদ্র্যমোচন ও মানব উন্নয়নের সোপান গণ্য করে দেশের সব সম্পদ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পক্ষে পেশাজীবী ও শিক্ষক নেতারা জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতাদের সভায় সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় তথা সর্বস্তরের শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা চিহ্নিত করে একটি অভিন্ন অবস্থানপত্র তৈরি করে জাতীয় কনভেনশনের মাধ্যমে প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়। শিক্ষকদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য বেতন-ভাতা বন্ধ করে জবরদস্তিমূলক দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্বাচনে প্রার্থিতার সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার হরণ, শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ও শিক্ষা উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন অসম্ভব হয়ে পড়ার বিষয়ে পেশাজীবী ও শিক্ষক নেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ও আত্মীয়তার সুবাদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধ নিয়োগ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত চিহ্নিত নষ্ট মানুষ এখনো ক্ষমতাসীন বলয়ের প্রশ্রয় ও ছায়া পেয়ে শিক্ষক ও পেশাজীবীদের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। অবিলম্বে তাদের আনুকূল্য দান বন্ধ করা না হলে এবং নির্যাতনের অবসান ও সম্মানজক পুনর্বাসন না হলে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।'

সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভার পর গতকাল ফ্রন্টের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানানো হয়েছে। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অধ্যাপক আসাদুল হক ও অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর পরিচালনায় সোমবারের সভার আলোচ্য বিষয় ছিল বিগত জোট সরকারের আমলে সর্বগ্রাসী দলীয়করণ ও প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অন্যায় ও অবৈধভাবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরিচ্যুতি, ২৫ বছর ধরে প্রাপ্ত পদোন্নতি ও উচ্চতর স্কেল বন্ধ, ইউনেস্কো-আইএলও বিধান লঙ্ঘন করে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে শিক্ষা ও শিক্ষক বর্তমান নির্দলীয় সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন ও বেসরকারি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মহার্ঘ ভাতা প্রদান, যোগ্য শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) থেকে বঞ্চিতকরণ, স্থায়ী ও কর্মরত শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত করে বিনা বেতনে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন, কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, শিক্ষকদের নির্বাচনে প্রার্থিতার সাংবিধানিক অধিকার রহিতকরণ, বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি ও শিক্ষা উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি।

সভায় বক্তব্য রাখেন পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কনভেনর বাংলাদেশ অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য সচিব ডা. কামরুল হাসান খান, শিক্ষাবিদ ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত, কৃষিবিদ আবদুর রাজ্জাক মিয়া, প্রকৌশলী এস এম খবীরুজ্জামান, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খন্দকার আবদুল মান্নান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের